অপরাধ

কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়

এখন ভাল থাকতে চাইলেও
ভাল থাকা যায় না
কাল আমার নামে একটি এফ আই আর হয়েছে
আমি নাকি বাতাসের কথা কান পেতে শুনছিলাম।

বাতাস বড়ো খারাপ লোক
সে আমার কানে ঝড়ের প্রস্তাব দিচ্ছিল।

ইশারা

প্রদীপ গুপ্ত

যখন বৃষ্টি নামার
নামবেই।
বৃক্ষ কি আটকাতে পারে
ঝড়ের দাপট?
মেঘ ভেঙে পড়ে স্তরে স্তরে
বৃষ্টি চাইলেই
ভেঙে পড়ে গাছ, ঝড়ের ইঙ্গিতে,

নদী কূল ভাঙে
পাহাড়ের বুক থেকে খসে
পড়ে পাথরের চাঁই,
সমুদ্রের বুকে ভাসা আইসবার্গ
হারিয়ে যায় গভীরে কোথায়!

তুমি কে হে হৃদয়।
কিসের শক্তি ধরো?

কে যেন বাজিয়ে চলে বাঁশি
দূরে... দূরে... বহুদূরে...
দিন আর রাতের মোহনায়।

সহস্র খণ্ডের পৃথিবী

পঙ্কজ মণ্ডল

ঝড় দেখেছি, তবু আছে অন্য বড় এক ঝড়
যে ঝড়ে আমার সর্বস্ব উড়ে যাবে খড়কুটো হয়ে।

খরা দেখেছি, তবু আছে অন্য এক তীব্রতম খরা
যে খরায় আমার নদীটি শেষ শ্বাসে মৃত্যুর আরশি।

উনুনের আগুন নিয়ে ভুলে যাবো অন্য আগুনের কথা
যার কাছে শেষ হয়েছিল আমার শ্রীমন্তনগর

ঘরের ভূকম্পে কেঁপে ওঠে আমার দেয়ালের লিপি
অন্য ভূকম্প দেখি নি, যার কাছে জমা আছে উদ্ভিদের মৃত্যুকথা

যা পেয়েছি, অন্ধকার, ঝড় ও মৃত্যুর থেকে বড় রহস্যের
যার হাতে কাঁটার ভাণ্ডার, চোখে যার বিষের গহ্বর।

হে আমার শেষ রাস্তার ধুলো, যে আছো মায়ার আড়ালে
সেই তবে দিতে আসে সহস্র খণ্ডের পৃথিবী, মুঠোতে আমার।

বাড়ি

অমিত কাশ্যপ

লাল বাড়ির পাশে সবুজ বাড়ি
তার পাশে চুপটি করে একটি ভাঙা সাদা বাড়ি
যেন হঠাৎই এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে
কেউ যেন ধরে এনে বসিয়ে দিয়েছে

অনেক দিন পর পর পুরানো পাড়ায় আসার
মজাই আলাদা, নতুন বাসিন্দারা কৌতূহলী দৃষ্টি
আর পুরোনো বাসিন্দার খবর নেবার পালা
চাকরির আর কদিন, বাড়ির সবাই ভালো তো

বেশ রসিয়ে রসিয়ে বলতে ভালোই লাগে
পা দু-হাত পর পর দাঁড়ায়, মনে করায়
ওই গোবিন্দর বাড়ি, হারাধন, অমূল্যর বাড়ি
কেউ নেই, থাকবে কি করে, ডাক এল যে

এটা একটা অসুখের মতো, অনেক দিন পর
পাড়ায় আসা, বড় বড় সুদৃশ্য আবাসনের পাশে
সাদা ভাঙা বাড়ি, পাশে লাল সবুজ হলুদ বাড়ি
মানুষগুলোও কি এমনই লাল সবুজ হলুদ

সাদা মানুষগুলোকে অনেক দিন দেখিনি
হয়তো নেই, হয়তো থেকেও নেই ওই আর কি

সে বেদিতে অশ্রু রাখি

পঙ্কজ মান্না

এখনো কি অশ্বত্থগাছের নীচে সারাবেলা জাল বোনে হারাধন কাকু
কণ্ঠে তার মানভঞ্জন পালা কিম্বা মাথুর! প্রভাদিদি, এখনো কি তোমাদের একাদশী
তিথি নীরম্বু উপোসে
কাটে গুরুবার চিন্ময় প্রহর!
ভর সন্ধেবেলা এখনো কি জোনাকি-আত্মায় প্রার্থনাপ্রদীপ জ্বলে চেতনার ঈশ্বরীতলায়!

যে রমণী ধান কাটে আঁটি বেঁধে ঘরে আনে লক্ষ্মীর প্রসাদ
যে আদম মাটি লেপে ঘর গড়ে পলাশ-ভুবনে
সে আমার ইহকাল চোখে দেখা অন্নদাতা অনার্য ঈশ্বর
সে দেবীতে অশ্রুমালা কবে যেন হয়ে গেছে বোধলোকে ওঠার সোপান

এই দেশে চেতনার গাঢ় ঘুমে একাকার ভিটেমাটি এবং আকাশ
এই দেশে মানুষেরা শেকড়ে শেকড়ে বাঁধা আত্মবোধে বাতাসেও শুভেচ্ছা ওড়ায়
এখানে আপন খোঁজে মানুষেরা স্বপ্নে হেঁটে ভূমি থেকে ভূমাপথে যায়

আকাশপ্রদীপ চিনে কার্তিকের সঘন সন্ধ্যায় এখনো কী নেমে আসে প্রপিতামহের
পিতা মনুর সন্তান,
আমাদের অসুখী শিয়রে রেখে যায় ধান দূর্বা আশিস বচন!